জনকণ্ঠ

তারিখ 14 MAY 2003 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

শিক্ষক আন্দোলনের মুখে শিক্ষা ক্যাডার থেকে প্রশাসন কর্মকর্তা প্রত্যাহার শুরু

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ শিক্ষক আন্দোলনের মুখে শিক্ষা ক্যাডার থেকে ডিএস পদমর্যাদার, প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার শুরু হলেও শিক্ষক আন্দোলন অব্যাহত থাকছে। সোমবার পর্যন্ত শিক্ষার বিভিন্ন পদ থেকে পাঁচ ডিএস পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার এবং তিন কর্মকর্তার পদ পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাকি প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের শিক্ষার বিভিন্ন পদ থেকে পর্যায়ক্রমে সরিয়ে নেবার আশ্বাস দিয়েছে। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেছেন, এই আশ্বাস অনির্দিষ্টকালের জন্য। তাঁরা চান নির্দিষ্ট সময় দিয়ে তার মধ্যে সব ডিএসকে প্রত্যাহার করা হোক।

গত রবিবার শিক্ষক নেতৃবৃন্দ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিবের কাছে কতদিনের মধ্যে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার করা হবে সেই নির্দিষ্ট সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী ও সচিব সময় বেঁধে না দিয়ে বলেছেন, পর্যায়ক্রমে তাঁদের প্রত্যাহার করা হবে। এতে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ খুশি হতে পারেননি এবং তিনদিন কর্মবিরতির ঘোষণা বহাল রেখেছেন।

কর্মবিরতি কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে

এদিকে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের শিক্ষা ক্যাডারে প্রেষণে নিয়োগ এবং শিক্ষক আন্দোলনের মুখে প্রত্যাহারের ঘটনায় প্রশাসন ক্যাডারেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। একবার নিয়োগ দিয়ে আবার প্রত্যাহার করায় প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের কাছে বিষয়টি প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা ও প্রশাসন ক্যাডারের মধ্যে অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টির জন্য উভয় ক্যাডারের কর্মকর্তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তাকে দায়ী করছেন।

জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন বোর্ড, প্রকল্প ও অধিদফতরের ওপর একচেটিয়া প্রভাব বজায় রাখার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তার উদ্যোগে শিক্ষা ক্যাডারে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রেষণে বসানোর আয়োজন করা হয়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে ঐ কর্মকর্তা ৪১ ডেপুটি সেক্রেটারির তালিকা এনে শিক্ষা ক্যাডারে প্রেষণে নিয়োগ শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত ২৭ জন ডিএসকে শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে বাকি ১৪ জনকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠানো হয়। বিষয়টি নিয়ে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতিসহ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন ও সরকারী শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ কফিলউদ্দিন এবং মহাসচিব আইকে সেলিমুল্লাহ খন্দকার বলেন, তিনটি প্রধান কারণে দেশের শিক্ষক সমাজ শিক্ষা ক্যাডারে প্রশাসন ক্যাডারের লোক বসানোর বিরোধিতা করছে। এগুলো হচ্ছে এই উদ্যোগের ফলে শিক্ষা ক্যাডারের পদ সঙ্কুচিত হবে এবং পদোন্নতির সম্ভাবনা কমে যাবে। তা ছাড়া যখন একজন শিক্ষকের ওপরে ওঠার বা শেষ বয়সে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসার সম্ভাবনা থাকবে না তখন শিক্ষা ক্যাডারের আকর্ষণ কমে যাবে এবং এই ক্যাডার মেধাশূন্য হয়ে পড়বে। বিরোধিতার আরেকটি কারণ হচ্ছে উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের অধ্যাপক পদমর্যাদার পদে নিয়োগ দিয়ে পদের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। কারণ উপসচিব পদটি সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার হলেও উপসচিবদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে অধ্যাপক মর্যাদার পদে।

এদিকে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি আগামী ১৯, ২০ ও ২১ মে কর্মবিরতি কর্মসূচী পালন করবে। গত রবিবার সমিতি নেতৃবৃন্দ শিক্ষামন্ত্রী ও সচিবের সঙ্গে বৈঠক করলেও কর্মবিরতি প্রত্যাহারের মতো কোন ফলপ্রসূ আলোচনা হয়নি।